Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 13, 1430 Bangla, January 27, 2024, Saturday, No. 27, 54th year

H I G H L I G H T S

Regarding the statement that the UN has sought the release of 25,000 BNP leaders and workers AL GS Obaidul Quader says that the govt will not release BNP leaders and workers on the words of anyone.
(R. Tehran: 10, R. Today: 12)

About the comments of 12 US senators that there was a violation of law in the case of Dr.Yunus, law minister Anisul Haque says, the trial has been conducted fairly according to the law of judicial court.
(VOA: 11, R. Today: 12, Jago FM: 16)

BNP Senior Leader D. A. Moin Khan said, 'BNP's sole aim is to restore democracy and restore people's rights. People are protesting on the streets. This movement will soon bring down the government.'
(Jago FM: 15)

BNP has organized flag marches and demonstrations across country in protest of rising commodity prices and one-point demand for resignation of government. LDP held a black flag procession in capital as well.
(R. Today: 12, Jago FM: 15)

In BGB personnel killing incident on Indo- BD border, contradictory statements of two border forces have come to front. HR activists have drawn attention to this discrepancy and demanded a full investigation.
(BBC: 6)

Amidst ongoing dollar crisis, gas crisis and financial pressure, there is concern about whether it will be possible to produce electricity as per demand by importing necessary fuel. (BBC: 3)

Food Minister has issued a warning against hoarders to deal with situation in rice market, while administration's campaign is ongoing. But impact of these in market is still less. (DW: 11)

Islami Andolan Bangladesh has held protest rallies in the capital dubbing the new curriculum controversial and demanding the return of the BRAC University teacher's job. (Jago FM: 15)

34 new cases of coronavirus have been detected yesterday. However, no one has died due to Corona in the country at this time. (Jago FM: 15)

Cold flow is blowing over 12 districts of country including entire Rangpur division. Tetulia in Panchagarh recorded the country's lowest temperature of this season of 5.8 degrees Celsius yesterday.

(R. Today: 13)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১৩, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ২৭, ২০২৪, শনিবার, নং- ২৭, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

জাতিসংঘ বিএনপি'র ২৫ হাজার নেতা কর্মীর মুক্তি চেয়েছে এমন বক্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি নেতা কর্মীদের কারো কথায় মুক্তি দেবে না সরকার।
(রে. তেহরান : ১০, রে. টুডে: ১২)

ড. ইউনূছের মামলায় আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে মার্কিন ১২ সিনেটরদের এমন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, 'আমি যতটুকু জানি এতটুকু বলতে পারবো বিচারিক আদালতে সুষ্ঠুভাবে ধারা অনুযায়ী বিচার হয়েছে।
(ভোয়া: ১১, রে. টুডে: ১২, জাগো এফএম: ১৬)

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনাই বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য। জনগণ রাজপথে আন্দোলন করছে। এ আন্দোলনে অচিরেই সরকারের পতন হবে।' (জাগো এফএম: ১৫)

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদ এবং সরকারের প্রদত্যাগের এক দফা দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় পতাকা মিছিল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিএনপি। রাজধানীতে কালো পতাকা মিছিল করেছে এলডিপি।
(জাগো এফএম: ১৫ ,রে. টুডে: ১২)

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বিজিবি সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনায় দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সামনে এসেছে। দুই দেশের মানবাধিকার কর্মীরাই এই অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও দাবি জানাচ্ছেন। (বিবিসি: ৬)

চলমান ডলার সংকট, গ্যাস সংকট এবং আর্থিক চাপের মধ্যে এবার প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানি করে চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে কিনা সেটি নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। (বিবিসি: ৩)

চালের বাজারের পরিস্থিতি সামলাতে মজুতদারদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী, পাশাপাশি চলছে প্রশাসনের অভিযান। কিন্তু বাজারে এসবের প্রভাব এখনো কম। (ডয়েচে ভেলে: ১৯)

নতুন শিক্ষাক্রমকে বিতর্কিত আখ্যা দিয়ে এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। (জাগো এফএম: ১৫)

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এরমধ্যে ৩২ জনই রাজধানী ঢাকায় বসবাস করেন, বাকি দুইজন চট্টগ্রামের। তবে, এ সময়ে দেশে করোনায় কারো মৃত্যুর তথ্য জানা যায়নি।
(জাগো এফএম: ১৫)

পুরো রংপুর বিভাগসহ দেশের ১২ জেলার উপর দিয়ে বইছে শৈত্য প্রবাহ। শুক্রবার সকাল ৯ টায় পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এই মৌসুমের সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। (রে. টুডে: ১৩)

বিবিসি

সক্ষমতা থাকলেও চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন এবারও বড় চ্যালেঞ্জ

ফেব্রুয়ারি থেকেই বাড়তে শুরু করবে বিদ্যুৎ চাহিদা আর এবার গরমে সেটি ১৭ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে বলেই ধারণা দিচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে দরকার হবে বিপুল পরিমাণ তেল, গ্যাস এবং কয়লা। চলমান ডলার সংকট, গ্যাস সংকট এবং আর্থিক চাপের মধ্যে এবার প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানি করে চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে কিনা সেটি নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বোরো ধান চাষের জন্য সেচ, রমজান মাস এবং গ্রীষ্মের গরম এবার বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে। বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্যোক্তা, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন বর্তমান বাস্তবতায় এ বছর নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের একদিনে সর্বোচ্চ রেকর্ড হলো ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট। গত বছর ১৯শে এপ্রিল উৎপাদন হয়েছিল এ পরিমাণ বিদ্যুৎ। এ বছর গরমে সর্বোচ্চ চাহিদা ১৭ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট হতে পারে বলে ধারণা করছে বিদ্যুৎ বিভাগ। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা আছে ২৫ হাজার ৪৯১ মেগাওয়াট। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি যত বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে তার সমস্ত বিদ্যুৎ এবং আমদানির অংশ একক ক্রেতা হিসেবে কিনে নেয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। পিডিবি আবার বিতরণ কোম্পানিগুলোর কাছে সেই বিদ্যুৎ বিক্রি করে। কিন্তু ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রোডিউসার (আইপিপি), রেন্টালসহ জ্বালানির ধরন এবং কেন্দ্রভেদে যে দামে বিদ্যুৎ কিনতে হয়, পিডিবিকে তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বেশি দামে কিনে কম দামে বিক্রির কারণে একটা বড় অর্থ সংকট তৈরি হয়েছে পিডিবির। এই অর্থ সংকটের কারণে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সময়মতো বিল পরিশোধ করতে পারেনি পিডিবি। বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে পিডিবির কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করে পাওনা প্রতি মাসে পাওয়ার কথা থাকলেও প্রায় দেড় বছর ধরে বকেয়া পড়ে আছে।

বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের (বিপ্পা) সভাপতি ফয়সাল কে খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, বকেয়া টাকা না পেয়ে ঋণ করে তাদের চলতে হচ্ছে। অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মারাত্মক সংকটে পড়েছে। "আমাদের পাওনা জমেছে গত দেড় বছর ধরে। আমরা অনেক জায়গায় বক্তব্য রেখেছি। এখন বকেয়াটা ত্রিশ হাজার কোটি রেঞ্জে চলে গেছে। তবে বন্ড ইস্যু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যেখানে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে বিল জমেছে সেটা ক্লিয়ার করে দেবে। কিন্তু এই সমাধানেও ক্যাশ ফ্লোর সংকট রয়ে যায়। আমাদের উচ্চ সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন নিতে হচ্ছে। যারা যারা বড় কোম্পানি আছে স্ট্রং ব্যালেন্স শিট আছে তারা হয়তো লোনটা পে-অফ করতে পারছে। তারপরেও আমরা কৃতজ্ঞ যে সরকার বন্ডের উদ্যোগটা নিয়েছে।" বেসরকারি উদ্যোক্তারা বকেয়ার পরিমাণ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা বললেও পিডিবির সূত্র বলছে দেনার পরিমাণ ২৭ হাজার কোটি টাকা। বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে বিক্রি করার কারণে পিডিবির এই আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে। এই ঘাটতি ভর্তুকি হিসেবে পরিশোধ করার কথা থাকলেও টাকার সংকটে সরকার পিডিবির সমস্ত ভর্তুকি দিতে পারেনি। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের হিসেব বলছে, গত দুই বছরে আর্থিক সংকট প্রকট হয়েছে। এখন বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য বিশেষ বন্ড ইস্যু করতে শুরু করেছে সরকার। এছাড়া সামনে ভর্তুকি কমাতে বিদ্যুতের দামও বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে। পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, পর্যায়ক্রমে ভর্তুকি থেকে একটা সময় বের হয়ে আসতে হবে বিদ্যুৎ খাতকে। "সাবসিডি দিয়ে কখনোই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। এই যে ধরুন এখন যে সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে, আইপিপিগুলোকে পেমেন্ট করতে গিয়ে পিডিবিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সুতরাং এটাতো একটা কস্ট রিফ্লেকটিভ ট্যারিফ অনিবার্য। দাম সমন্বয় এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে এই দুটোকে সমন্বয় করে আমরা একটা জায়গায় আশা করি অদূর ভবিষ্যতে যেতে পারবো।"

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে এখন বিপুল পরিমাণ জ্বালানি আমদানির প্রয়োজন হয়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে এই আমদানি হয়ে থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের পাশাপাশি এখন বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তেল আমদানি করতে পারে। এছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এখন অনেক কয়লা আমদানি করতে হয়। তেল ও কয়লা এবং গ্যাস আমদানির জন্য প্রচুর ডলার খরচ হয়। পিডিবির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ৭৮টি। যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৮ হাজার ৭৭৮ মেগাওয়াট। এর মধ্যে তেল ভিত্তিক ৪৭টি কেন্দ্রের ক্ষমতা ৫ হাজার ৩৬০ মেগাওয়াট। বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর জানাচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য তেল আমদানি করা এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে বিপিসির কাছ থেকে কিনতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ফয়সাল কে খান বলছেন আগামী তিন মাসের উৎপাদন নিশ্চিত করতে ডলারের সাপোর্ট জরুরি ভিত্তিতে দরকার। "সামনের দিকে আমরা খুবই চিন্তিত আছি আগামী কয়েকমাস নিয়ে। আগামী মাসগুলিতে আইপিপিগুলোর অবশ্যই উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমাদের তেল আমদানি করতেই হবে। বেশিরভাগ বেসরকারি এইচএফও (ফার্নেস অয়েল) প্ল্যান্ট নিজেরা আমদানি করে অথবা বিপিসি থেকে সাপ্লাই নেয়। এই মুহূর্তে যে সমস্যাটা হয়ে গেছে ঠিক আইপিপিগুলো যেমন আমদানি করতে সমস্যা ফেইস করছে ডলার নিয়ে বিপিসিও একই সমস্যা ফেইস করছে। বিপিসিও আমাদেরকে তেল দিতে পারছে না যখন আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করছি।"

উদ্যোক্তারা বলছেন ডলার সংকট এবং এলসি জটিলতা না কাটলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রভাব পড়তে পারে এ বছর। মি. খান বলছেন আগামী তিন মাসের জন্য বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর তেল আমদানির জন্য আড়াইশ থেকে তিনশ মিলিয়ন ডলারের একটা সাপোর্ট তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে চাইছেন। তেলভিত্তিক কেন্দ্রগুলো চাহিদা পূরণ করতে জরুরি ভিত্তিতে এই বিশেষ সুবিধা প্রয়োজন। "আমরা যখন ব্যাংকে যাচ্ছি এলসি খুলতে তারা তখন বলছে মার্জিন (নগদ জমা) দিয়ে এলসি খুলতে হবে। এটাতে আবার ক্যাশ ফ্লোতে চাপ পড়ছে। তারপরে আবার যখন এলসি সেটেলমেন্টের সময় আসছে তখন তারা ১২০ টাকার নিচে কোনো উপায় দেখছি না আমরা। অথচ আমাদের রেভিনিউ আসে সোনালী ব্যাংকের ডলার রেটে যেটা এখন ১১০-১১১ টাকার মতো। আমরা যতই তেল আমদানি করছি ততই লস খাচ্ছি।"

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়েক বছর আগেও গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে গ্যাস নির্ভরতা পঞ্চাশ শতাংশের কম। নিজস্ব গ্যাসক্ষেত্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ এখন এলএনজি আমদানির মাধ্যমে গ্যাস সংকট মেটানোর চেষ্টা করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের বাইরে এখন তেল ও কয়লার ব্যবহার বেড়েছে। এই তেল এবং কয়লার সিংহভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

পিডিবির তথ্য অনুযায়ী ভারত থেকে আমদানি, আদানির বিদ্যুৎসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে এখাতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জ্বালানি খরচ হয়েছে ৬১ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে একটা বড় অংশই তেল ও কয়লা বিদ্যুতের জ্বালানি খরচ। বিশ্লেষকরা বলছেন আমদানি নির্ভরতার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি খরচ বাড়ছে এবং সেটা সরাসরি ডলারের ওপর চাপ তৈরি করছে। বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা দেখে বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশ দিনে দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে যেটি ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমদানি নির্ভরতার সংকট কেমন হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত হলো ২০২২-২৩ সাল। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী জ্বালানি আমদানির জন্য অতিরিক্ত ১৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হয় ওই বছর।

ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকনোমিক্স এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিসের লিড এনার্জি এনালিস্ট শফিকুল আলম বলেন, সামনের দিনে একটা পরিকল্পনা করতে হবে যাতে খরুচে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার কমানো যায় বা ধীরে ধীরে ফেইজ আউট করা যায়। "আমরা যদি গত অর্থবছর দেখি তাহলে তেলের ব্যবহারটা পঁচিশ শতাংশের মতো ছিল এবং এর পেছনে আমাদের খরচ হয়েছে পুরো বিদ্যুৎ খাতের খরচের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাইস ওঠানামা করে, উদাহরণ স্বরূপ ২০২২ সালে যখন প্রাইস সিগনিফিকেন্টলি জাম্প করলো, তখন কিন্তু আমরা আমদানি করতে পারলাম না। সেটা আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তাকে যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ক্রমেই কিন্তু আমরা আরো বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছি কারণ আমাদের পুরো সিস্টেমটা আমদানি নির্ভর হতে যাচ্ছে।" তেলের বাইরে বড় পরিমাণে কয়লাও আমদানির করতে হচ্ছে। এ বছর গ্রীষ্মে কয়লাভিত্তিক কেন্দ্র থেকে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে। গত বছর কয়লার মূল্য পরিশোধ করতে বিলম্বের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের সবচে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। টানা ২৫ দিন এটি বন্ধ থাকায় দেশজুড়ে ব্যাপক বিদ্যুৎ সংকট তৈরি হয়।

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম খোরশেদুল আলম বলেন, তাদের এলসি খুলতে জটিলতা নেই কারণ চীন থেকে সেটা করা হয়। এছাড়া এ বছর কয়লার দাম গত বছরের তুলনায় কমে এসেছে ফলে সমস্যা কিছুটা কম হবে বলে তিনি মনে করেন। "বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ খরচ হয় জ্বালানি সংগ্রহের জন্য। সেটা যদি ডোমেস্টিক গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো যায় তাহলে অনেকটা লাঘব হবে। এ বছর বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় জ্বালানির সঙ্গে সমন্বয় করে যেভাবে পরিকল্পনা করেছে আশা করি সমস্যা হবে না।" গত অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার জন্য খরচ পড়েছে ১২ হাজার ৭শ কোটি টাকার বেশি। এ বছর গরমের দিনে ৫ হাজার মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে বিদ্যুৎ বিভাগের। এর জন্য প্রয়োজন হবে প্রতি দিন প্রায় ৫০ হাজার টন কয়লা। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে এবার বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা হতে পারে সাড়ে সতের হাজার মেগাওয়াট। পুরো জ্বালানি আমদানি করতে না পারলে কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে করতে হবে লোডশেডিং।

এখনো গ্যাসের অভাবে বন্ধ রাখতে হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র। আবার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসে থাকলেও ক্যাপাসিটি চার্জের নামে কেন্দ্র ভাড়া দেয়ার জন্য ব্যয় বাড়ছে পিডিবির। পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন জানান বিদ্যুৎ বিভাগ যেভাবে পরিকল্পনা করছে তাতে এ বছর ১৬ হাজার মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সর্বোচ্চ চাহিদার সময় গরমে ৫শ মেগাওয়াট লোডশেডিং করা হতে পারে বলেও ধারণা দেন মি. হোসাইন। তবে যদি জ্বালানি আমদানিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানি মূল্যে নতুন কোনো সংকট তৈরি হয় সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫শ মেগাওয়াট পর্যন্ত লোডশেডিং হওয়ার আশঙ্কার কথাও জানান তিনি।

অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের আর্থিক পরিস্থিতি এবং ডলার সংকট মিলিয়ে এ বছর বিদ্যুৎ চাহিদা কীভাবে সামাল দেয় সরকার সেটি দেখার বিষয়। সক্ষমতা থাকার পরও চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে না পারাটা সরকারের কাঠামোগত সমস্যা হিসেবেই দেখেন তিনি। "বাংলাদেশের এ সরকারের সবচে বড় সাফল্যের জায়গা একটা হলো বিদ্যুতের সক্ষমতা বৃদ্ধি। আবার এ সরকারের সবচে বড় বিপদের জায়গাই হলো সেই অর্থে একটা খুবই ভ্রান্ত বিদ্যুৎ বা জ্বালানি নীতি। কী একটা অদ্ভুত দেশ! আগে খাম্বা ছিল বিদ্যুৎ ছিল না, এখন বিদ্যুতের সক্ষমতা

আছে আমরা সেগুলোকে চালু রাখতে পারি না। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার ভেতরে বিদ্যুৎ খাতকে আগামী দিনে একটা কেইসস্টাডি হিসেবে দেখা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.১.২৪ রিহাব)

ঢাকা গেট : যে প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছিল

সম্প্রতি সংস্কার শেষে নতুন করে উদ্বোধন হলো ঐতিহাসিক ঢাকা গেট। যেটা মীর জুমলা গেট, ময়মনসিংহ গেট বা রমনা গেট নামেও পরিচিত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দোয়েল চত্বর থেকে বাংলা একাডেমির রাস্তায় জাতীয় তিন নেতার মাজারের সাথেই অবস্থান ঢাকা গেটের। এর মূলত তিনটি অংশের একটি রাস্তার মাঝে ও বাকি দুটি অংশ রাস্তার দুই পাশে। প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো এই স্থাপত্য নিদর্শন দীর্ঘদিন অযত্ন আর অবহেলায় জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। এই এলাকায় মেট্রোরেলের কাজ শুরু হলে আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে ঢাকা গেট। অবশেষে ভগ্নপ্রায় এ নিদর্শন সংস্কারের উদ্যোগ নেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। ঢাকা গেট ঠিক কবে, কারা, কী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিল এ নিয়ে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে বেশিরভাগেরই মত এটা মুঘল আমলে নির্মিত হয় মীর জুমলার হাত ধরে এবং তখন এটিই ছিল ঢাকার প্রবেশ পথ। এখনকার আধুনিক ঢাকায় নজর দিলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢাকা গেটের অবস্থানে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঁকি দেয়, শহরের মাঝখানে এই গেটটি কেন? এই সংস্কার কাজের পরামর্শদাতা অধ্যাপক আবু সাঈদ এম আহমেদ তার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেন, "মুঘলদের সময়ে মীর জুমলার শাসনামলে ঢাকা শুরু হয় এই গেট থেকে, বুড়িগঙ্গার তীর নয়। লুটপাটের ভয়ে একটু ভেতর থেকেই শুরু হয় শহর।" মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন মীর জুমলা। সে সময় বাংলার রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। বাংলাপিডিয়া – বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষে ঢাকার ইতিহাস অধ্যায়ে ঢাকা গেট সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এখানে বেশ কয়েকটি নির্মাণ কাজের সঙ্গে মীর জুমলার নাম জড়িয়ে আছে। প্রথমে মীর জুমলার গেট পরবর্তী সময়ে যা 'রমনা গেট' নামে পরিচিত হয়।" এর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয় কার্জন হল এর কাছাকাছি ও পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের পশ্চিমে ময়মনসিংহ রোডে গেটটি অবস্থিত। সেকারণেই এটি ময়মনসিংহ রোড নামেও পরিচিতি পায়। বাংলাপিডিয়া বলছে, "উত্তরদিক থেকে শহরটিকে রক্ষার জন্যই সম্ভবত এ গেট নির্মাণ করা হয়েছিল। মীর জুমলা মগ দস্যুদের আক্রমণ থেকে শহর ও শহরতলিকে রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।"ঠিক কত সালে ঢাকা গেট নির্মিত হয় সে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

তবে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত ঢাকা কোষ-এ বলা হয়েছে, মীর জুমলা ১৬৬০ থেকে ১৬৬৩ সালের মধ্যে এটি নির্মাণ করেছিলেন। সেখানেও বলা হয় সীমানা চিহ্নিত করতে এবং স্থলপথে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এটি নির্মাণ করা হয়। মুঘল আমলে এই ফটকের নিরাপত্তা ব্যূহ পেরিয়ে ঢুকতে হতো রাজধানী ঢাকায়। যা সতের শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল। এর মূল কাঠামোয় ছিল একটি পিলার ও তার দুদিকে ঢালু দেয়াল। দেয়ালগুলোকে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করেছে দুপাশে আরো দুটি করে পিলার। মুঘলদের পতনের পর একসময় ব্রিটিশদের আগমন ঘটে বাংলায়। ততদিনে ঢাকার চেহারাও বদলে যায় অনেকখানি। ঢাকা গেটও আর আগের মতো প্রধান প্রবেশদ্বার থাকে না। ফলে এটি খানিকটা আড়ালে পড়ে যায়। তবে ১৮২৫ সালে ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ডাউস প্রথমবার এটির সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেসময় এটি রমনার প্রধান প্রবেশ পথ হয়ে পড়ে। সে কারণেই তখন এর পরিচিতি হয় রমনা গেট নামে।

আর এর নির্মাণ নিয়ে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদও দেখা দেয় এর পর থেকে। কারণ ব্রিটিশদের দ্বারা নতুন করে সংস্কারের ফলে অনেকটা ইউরোপিয়ান আদল দেখা যায় এর মধ্যে। এরপর পাকিস্তান আমলেও আরেক দফা সংস্কার হয় রমনা বা ঢাকা গেট। তারপর দীর্ঘসময় অযত্ন, অবহেলায় থেকে প্রায় ধ্বংসের পথে ছিল প্রাচীন এই স্থাপত্য নিদর্শন। মেট্রোরেলের কাজ শুরুর পর আরও আড়ালে চলে যায় প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যের এই অংশটি। শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালে ঢাকা গেট সংস্কারের উদ্যোগ নেয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। এর সংস্কার কাজ শুরু হয় গত বছরের মে মাসের দিকে। ৮২ লাখ ৪০ হাজার টাকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য থাকে মীর জুমলার ফটককে পুরনো অবয়বে ফিরিয়ে আনা। ডিএনসিসির আয়োজনে 'ঐতিহ্যের ঢাকা ফটক সংস্কারকৃত কাজের উদ্বোধন' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেন, "আমরা উন্নয়ন মানে বুঝি, সবকিছু ভেঙে-চুরে নতুন করে নির্মাণ করা। কিন্তু ঢাকা ফটকের যে সংস্কার কাজ দেখলেন, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কাজ। এটা নতুনভাবে নির্মাণ নয়, এটাকে অরিজিনাল ফর্মে নিয়ে যাওয়া।" অরিজিনাল ফর্ম বা আগের রূপে ফেরত নেয়ার জন্য সংস্কার কাজে ব্যবহার করা হয় চুন, সুপারির কস, খয়ের, চিটাগুড় ও ইটের গুড়া। এগুলোর মিশেলে দেয়াল ও পিলারের সংস্কার করা হয়। আর মেঝেতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ ধরনের 'মধ্যপাড়ার গ্রানাইট পাথরকুচি'। সংস্কার শেষে ঢাকা গেটের উদ্বোধন করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস এ সকল ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোয় কোনো ধরনের ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন না লাগানোর জন্য সকলকে অনুরোধ করেন এবং লাগানো হলে জরিমানা করা হবে বলেও জানান।

"আমরা দুটি বিষয়কে পুনরুজ্জীবিত করেছি। একটি হলো ঢাকা ফটক, আরেকটি হলো আসাম অভিযানের শেষ নিদর্শন বিবি মরিয়ম কামান", বলেন মি. তাপস। ঢাকা গেটের সাথেই বসানো হয়েছে মুঘল আমলের একটি কামান। যা বিবি মরিয়ম নামে পরিচিত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে দস্যু ও শত্রুদের মোকাবেলায় এটি তৈরি করেন বাংলার সেনাপতি

মীর জুমলা। এটি নিয়ে আসাম অভিযানে যান তিনি এবং আসাম জয় করে ফেরার পর এর জায়গা হয় বড় কাটরায়। ১১ ফুট দৈর্ঘ্যের বিশাল এই কামানটি নানা জায়গা ঘুরে ১৯৮৩ সাল থেকে ওসমানি উদ্যানে রাখা ছিল। ঢাকা গেট সংস্কারের অংশ হিসেবে কামানটিকে এবার মীর জুমলার স্মৃতির পাশে একসাথে রাখা হলো।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.১.২৪ রিহাব)

সীমান্তে বিজিবি সদস্যর হত্যা নিয়ে কেন দুই বাহিনীর পরস্পরবিরোধী বক্তব্য?

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে গত সোমবার (২১ জানুয়ারি) ভোরে এক বিজিবি সদস্যর নিহত হওয়ার ঘটনায় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সামনে এসেছে। দুই দেশের মানবাধিকার কর্মীরাই এই অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও দাবি জানাচ্ছেন। এক দিকে বিজিবি (বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ) বলছে, পাচারকারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে ঘন কুয়াশার মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যান তাদের সিপাহী মুহম্মদ রইশুদ্দিন এবং তাকে বিএসএফ গুলি করে। পরে ভারতের হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় বলে বিজিবিকে জানানো হয় এবং দু'দিন পরে (বুধবার) তার লাশ বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
অন্যদিকে বিএসএফের (বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহত ব্যক্তি যে বিজিবি সদস্য তা তারা বুঝতেই পারেনি কারণ তিনি লুঙ্গি আর টি-শার্ট পরে ছিলেন এবং পাচারকারী দলের সঙ্গেই তাকে ভারতের সীমানার ভেতরে দেখা গিয়েছিল। 'একজন বিজিবি সদস্য কীভাবে লুঙ্গি আর টি-শার্ট পরে পাচারকারীদের দলে মিশে থাকতে পারেন' – সেটা তাদের বোধগম্য নয় বলেও বিএসএফ মন্তব্য করেছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী এই প্রশ্নও তুলছে, একজন বিজিবি সদস্য কেন সাদা পোশাকে পাচারকারী দলের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন? এদিকে এই গোটা ঘটনায় ভারত আর বাংলাদেশের দুই দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যৌথভাবে তদন্ত করুক, এই আবেদন জানিয়েছে ভারতের মানবাধিকার সংগঠন মাসুম। তারা বলছে, ভারতের সীমানায় প্রবেশ এবং কথিত পাচারের অপরাধে কখনই মৃত্যুদন্ডের সাজা দেওয়া যায় না ভারতীয় আইন অনুযায়ী। আর বিএসএফের সাজা দেওয়ার অধিকারও নেই। তারা গ্রেফতার করে আদালতে নিয়ে যেতে পারত, কাউকে গুলি করে হত্যা কেন করা হল? অন্য দিকে বাংলাদেশের একাধিক মানবাধিকার সংগঠনও বিবিসিকে বলেছে, নিহত বিজিবি সদস্য চোরাচালানের জন্য ভারতে ঢুকেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ বিএসএফ দিতে পারেনি – কিন্তু বিএসএফ-ই যে তাকে গুলি করে মেরেছে এটা প্রমাণিত। পাশাপাশি বিএসএফের বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষ 'কিছুতেই মেনে নেবে না' বলেও তারা জানাচ্ছেন। ফলে বিজিবি-র নিহত সদস্য মুহম্মদ রইশুদ্দিনের হত্যাকাণ্ড ঠিক কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে এবং এ বিষয়ে তদন্তের দাবিও জোরালো হচ্ছে।
বিএসএফের দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলের এক কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সুতিয়াতে ২২ জানুয়ারি ভোরে চার-পাঁচটি গরু নিয়ে পাচারকারীদের একটি দলকে ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে যেতে লক্ষ্য করেন বাহিনীর এক প্রহরী। ওই কর্মকর্তা জানান, "তাদের বাধা দিতে গেলে ওই প্রহরীকে ঘিরে ফেলে পাচারকারীরা। ধারালো কাস্তেজাতীয় অস্ত্র দিয়ে তার ওপরে হামলা করা হয়। বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালান ওই প্রহরী। বাংলাদশি পাচারকারীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ঘন কুয়াশা থাকার কারণে দলের গুলিবিদ্ধ একজনকে ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে ফেলে রেখেই পালায় তারা। গুলির শব্দ শুনে কাছাকাছি থাকা বিএসএফের অন্য সদস্যরা ঘটনাস্থলে চলে আসেন আর গুলিবিদ্ধ পাচারকারীকে ফার্স্ট এইড দেওয়া হয়। তাকে বনগাঁ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। পরে বিজিবি পতাকা বৈঠক করে বলে যে তাদের এক প্রহরী নিখোঁজ হয়েছেন এবং তিনি সম্ভবত ভারতের দিকে এসে পড়েছেন। ওই নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের ছবি যখন তারা আমাদের দেখায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে যাকে বনগাঁর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তিনি আসলে বিজিবি সদস্য মুহম্মদ রইশুদ্দিন", বলছিলেন ওই বিএসএফ কর্মকর্তা। তিনি প্রশ্ন তুলছেন, "কেন একজন বিজিবি সদস্য লুঙ্গি আর টি শার্ট পরে পাচারকারী দলের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দেখা উচিত।"
ওই বিএসএফ কর্মকর্তার কথায়, "বিজিবি যে বক্তব্য দিয়েছে, তা এখন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে বলছে ওরা। তারা এই প্রশ্নগুলোর জবাব কেন দিচ্ছে না যে তাদের বাহিনীর এক সদস্য কেন ভোর রাতে ভারতে এসেছিলেন, কেন তিনি সাদা পোশাকে ছিলেন, কেনই বা পাচারকারী দলের সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল? তাদের দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত নিশ্চই হচ্ছে। সেই তদন্তে নিজেদের দোষ ঢাকতে এসব বলছে তারা", মন্তব্য করেছেন তিনি। গত ২২শে জানুয়ারি বিজিবি-র যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামিল স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রইশুদ্দিনের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করা হয়। সেখানে বলা হয়, সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ভারত থেকে আসা একদল গরু চোরাকারবারিকে সীমান্ত অতিক্রম করে আসতে দেখলে দায়িত্বরত বিজিবি টহল দল তাদের ধাওয়া করে। বিজিবি তাড়া করলে সেসময় চোরাকারবারিরা দৌড়ে ভারতের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন টহল দলের সদস্য রইশুদ্দিন চোরাকারবারিদের পিছনে ধাওয়া করতে করতে ঘন কুয়াশার কারণে দলবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে তাকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায় সে বিএসএফের গুলিতে আহত হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ঘটনার পরপরই এ বিষয়ে

ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক করা হয় এবং জানা যায় ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।

এই ঘটনায় বিএসএফকে বিষয়টিতে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানোর পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবে তীব্র প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে বলেও সেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে, গত ২৪শে জানুয়ারি বেলা ১১টায় দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে লাশ হস্তান্তর করা হয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হত্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার সংগঠন 'মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ' বা 'মাসুম'। তারা বলছে ওই ঘটনা নিয়ে দুটি দেশের দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সামনে এসেছে।

সংগঠনটির সম্পাদক কিরীটী রায় বলছেন, "বিএসএফ অভিযোগ করছে যে নিহত ব্যক্তি গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আবার বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ বলছে নিহত মুহম্মদ রইশুদ্দিন পাচারকারীদের ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে তার বাহিনীর অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে ঢুকে পড়েন। সেই সময়ে ঘন কুয়াশা ছিল, তার মধ্যেই বিএসএফ তাকে গুলি করে। তবে আমরা যে তথ্য যোগাড় করেছি, তাতে জানতে পেরেছি যে বিএসএফ প্রহরী পাচারকারীদের বাধা দেওয়ার পরে গরুগুলিকে ফেলে যখন পালিয়ে যায় সেই সময়ে বাংলাদেশের দিকে ধান্যখোলা সীমানা চৌকি থেকে বিজিবি সদস্যরা এসে কয়েকটি গরু নিয়ে যান। বাকি গরুগুলিকে বিএসএফের ১০৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা ভারতের সুতিয়া চৌকিতে নিয়ে যান। তখনই মি. রইশুদ্দিনকে গুলি করা হয়। তার পেটে গুলি লাগে। তাকে বিএসএফ যখন বনগাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই তিনি নিজেকে বিজিবি সদস্য বলে পরিচয় দেন," বলছিলেন কিরীটী রায়। মি. রায় আরও বলছিলেন, "এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে ভারতের সীমান্ত রক্ষীরা কতটা 'ট্রিগার হ্যাপি'। তাদের তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। নিহত ব্যক্তি বিজিবির সদস্য ছিলেন, কোনও প্রমাণ নেই যে তিনি বিএসএফের ওপরে হামলা করেছিলেন। বিজিবি কর্মকর্তারা স্পষ্ট করে বলেছেন যে তাদের বাহিনীর পক্ষ থেকে একটা গুলিও চলেনি। এই ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর না করে বিএসএফ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। সীমান্তে চোরাচালান বা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশের শাস্তি তো কোনও ভাবেই মৃত্যুদণ্ড নয়।"

ভারত আর বাংলাদেশের দুই মানবাধিকার কমিশন যৌথ তদন্ত করে সত্য ঘটনা সামনের নিয়ে আসুক, এই দাবি জানিয়েছে মাসুম। বাংলাদেশের বিশ্লেষকরাও মনে করছেন, যশোর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর (বিজিবি) সিপাহী মোহাম্মদ রইশুদ্দিনের মৃত্যু 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য'।

মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সল বলছেন, এটা ভ্রাতৃপ্রতিম বা বন্ধুপ্রতিম কোনও দেশের কাজ হতেই পারে না। "ফেলানীর কথা এখনও আমাদের মনে আছে। এরপর আমাদের বিজিবি-র একজন সদস্যকে মেরে ফেললো এবং তারপর সে হাওয়া হয়ে গেল ... তারপর তার মৃতদেহ ফেরত দিলো। এটা দুঃখজনক," বলছিলেন তিনি। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরাসরি বিএসএফকেই দায়ী করে তিনি আরও বলেন, "এই ঘটনায় চোরাচালানি ভারত থেকে আসছিলো। বাংলাদেশ থেকে যায়নি। সেটাও বুঝতে হবে। অপরাধের ব্যাপারে দুই পক্ষেরই দোষ আছে। কিন্তু খুনের ব্যাপারে ভারতই দায়ী।" "গুলি করা আইন বিরোধী, আপনি গুলি করতে পারেন না। অপরাধ হয়েছে, তার বিচার হতে হবে। আপনি দেখলে তাকে ধরে আদালতে সমর্পণ করবেন। বিচারের দায়িত্ব, মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দায়িত্ব যারা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন, তাদের নয়। এটা আদালতের দায়িত্ব," যোগ করেন ফারুখ ফয়সল। তবে তিনি মনে করেন, সীমান্তে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় সেগুলো যদি চলতে থাকে, তবে এগুলো ঘটবেই।

এদিকে রইশুদ্দিনের নিহত হওয়ার ঘটনায় দুই দেশের দুই সীমান্ত রক্ষা বাহিনী দুই ধরনের বক্তব্য দেওয়ায়, এই ঘটনার মাঝে 'ঘাপলা' আছে বলেও উল্লেখ করেন এই বিশ্লেষক। "চোরাচালান যে ভারত থেকে আসছিলো, এটা প্রমাণিত। কিন্তু ওরা যে চোরাচালানের জন্য গেছিলো, তা বলা যাচ্ছে না। এটার কোনও প্রমাণ নাই।" বিবৃতির ভিন্নতাকে নির্দেশ করে তিনি বলেন, "এই ঘটনা এটা প্রমাণ করে যে বিএসএফ এবং বিজিবির মাঝে যোগাযোগও তেমন জোরদার নয়। না হলে এই দুই পক্ষ আগে নিজেদের মধ্যে কথা বলে তারপর বিবৃতি দিত।" বাংলাদেশ সরকার 'মাথা উঁচু করে' এই জাতীয় ঘটনার প্রতিবাদ না-করতে পারলে এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং দুই দেশের জনগণের মাঝে সৌহার্দ্য থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন ফারুখ ফয়সল।

নাগরিক পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামসুদ্দীনও এই ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তিনি বিবিসিকে বলেন, "বিএসএফ প্রায়ই আমাদের নাগরিককে হত্যা করে। এমন কী বাংলাদেশের ভেতরেও হত্যা করে। এরকম ইতিহাস অনেক আছে। তাই বিএসএফ বলবে যে সে লুঙ্গি পরা ছিল, আর আমার দেশের মানুষ সেটা মেনে নিবে, এটা হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর একজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু দায়িত্বশীল হিসেবে বিজিবি প্রধান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য আমরা এখনও পাইনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার কাছ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য তো প্রত্যাশার বাইরের বিষয় হয়ে গেছে। আমি মনে করি এটা নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ফল। তাই কমান্ডার যা বলছে, সেটাই এখন রাষ্ট্রের বক্তব্য। তিনি বলছেন, কর্তব্যরত অবস্থায় সে (রইশুদ্দিন) নিহত হয়েছে। সুতরাং, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এটা আমারও বক্তব্য," যোগ করেন তিনি। মি. শামসুদ্দীন আরও জানান, "বন্ধুর বুকে

বন্ধু কখনও গুলি চালায় না। কেউ গুলি চালাতে আসলে বরং বন্ধু রক্ষা করে। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ এবং ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে সেটা। সব হিসেব করলে এটা বন্ধুত্ব হতে পারে না।"

দুই দেশের দুই বাহিনীর সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের উপায় আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমার লাশ আমি গ্রহণ করেছি এবং লাশের গায়ে গুলিটা আঘাত করেছে। যদি খুন হয়, সেই খুনের সঠিক তদন্ত অবশ্যই হওয়া জরুরি। তবে তদন্তের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা দরকার।" তবে তিনি মনে করেন, সেই তদন্তটা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করাতে হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বিদেশে অবস্থানরত দণ্ডিত সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, দেশের আদালতে সাজাপ্রাপ্ত যারা বিদেশে অবস্থান করছেন, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেবে সরকার। শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলস্টেশনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। আইনমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেবে কি না। জবাবে তিনি বলেন, "ইতোমধ্যে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেগুলো আমরা আরো জোরদার করার চেষ্টা করবো।" আরেক প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন ড. ইউনূসকে আইনের বিধান মেনে সাজা দেয়া হয়েছে। "এ মামলার যতটুকু কাগজপত্র দেখেছি, আমি বলতে পারি, আইন অনুযায়ী বিচার হয়েছে। এর বেশি কিছু বলবো না;" যোগ করেন আনিসুল হক। আগামী সংসদ অধিবেশনে শ্রম আইন পাস হবে বলে জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রত্যাশা করে ফ্রান্স : রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই

বাংলাদেশের সঙ্গে আরো বিস্তৃত সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে তাকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রদূত মাসদুপুই। এ সময় তিনি তার দেশের এই আগ্রহের কথা জানান। রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই উল্লেখ করেন যে জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, সাইবার নিরাপত্তা, আইসিটি, প্রতিরক্ষা, এভিয়েশন, মহাকাশ, অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো অংশীদারিত্ব গড়ে তোলতে চায় ফ্রান্স।

সাক্ষাৎকালে, দু'দেশের জনগণের মধ্যে সংস্কৃতি, রন্ধনপ্রণালী ও শিল্পকলার মিল তুলে ধরেন মেরি মাসদুপুই। এ সময় তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক মিশন ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ে সহযোগিতা বাড়ানোর অনুরোধ করেন। আগামী বছর প্যারিসে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও শিল্পকলা নিয়ে দুই সপ্তাহব্যাপী একটি উৎসবের আয়োজন করবে ফ্রান্স। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ফ্রান্সের স্বীকৃতি দেয়ার কথা স্মরণ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়া কয়েকটি দেশের মধ্যে ফ্রান্স অন্যতম বলে উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ। দু'দেশের সম্পর্ককে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেন তিনি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০২১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফ্রান্স সফর এবং ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এসব সফর, দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, কৌশলগত সম্পর্কের দিকে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশের জলবায়ু সংকট মোকাবেলা, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগামী তিন বছরে ১০০ কোটি ইউরো আর্থিক প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য ফ্রান্সের সরকারকে ধন্যবাদ জানান হাছান মাহমুদ। রোহিঙ্গা ইস্যুতে গভীর উদ্বেগ উত্থাপন করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জবাবে রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই তার সরকারের অব্যাহত মানবিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের আশ্বাস দেন। উভয় পক্ষই গাজার যুদ্ধের বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন এবং এই সংকটের দ্রুত অবসান প্রত্যাশা করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

প্লাস্টিক দূষণকে গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে : ট্রিশ ডগলাস

বাংলাদেশ থেকে শুরু করে যুক্তরাজ্য ও চীন পর্যন্ত, সর্বত্র প্লাস্টিক দূষণকে গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবেলার পরামর্শ দিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ইনার হুইলের (আইআইডব্লিউ) প্রেসিডেন্ট ট্রিশ ডগলাস। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইনার হুইল ক্লাবের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ট্রিশ ডগলাস এখন ঢাকা সফর করছন। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) তিনি এই পরামর্শ দেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায়, বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ, বিশেষ করে প্লাস্টিক দূষণকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেন ট্রিশ ডগলাস। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, মানবাধিকার ও পথ শিশুদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বিশ্বের শীর্ষ চার কার্বন দূষণকারী বলে উল্লেখ করেন আইআইডব্লিউর প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মতো একটি দেশ, দায়ী না হওয়া সত্ত্বেও এই বোঝা বহন করে যাচ্ছে।" ট্রিশ ডগলাস বলেন, "আপনারা যদি যুক্তরাজ্যের দিকে তাকান, সবকিছুই প্লাস্টিকের মাধ্যমে দূষিত হচ্ছে। আমি যদি আমার শৈশবে

ফিরে যাই, আমাদের কাছে প্লাস্টিক ছিলো না।" তিনি আরো বলেন, "আমাদের সমুদ্র রুদ্ধ হয়ে আসছে... ডলফিন মরছে, মাছ বিষাক্ত হচ্ছে, সবকিছু দূষিত হচ্ছে। কারণ এটি পচনশীল নয়। এটা থাকবে চিরকাল, হাজার হাজার বছর ধরে থাকবে। আমরা যদি এখনই বন্ধ না করি, তাহলে আমাদের সত্যিই অনেক সমস্যা হবে।" পুরোনো অভ্যাসের অনুশীলন গ্রহের পক্ষে ভালো বলে উল্লেখ করেন ট্রিশ ডগলাস। তিনি বলেন, "কাচের বোতলের কথায় ফিরে আসা যাক। কারণ কাচের বোতল আমরা পুনরায় ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু প্লাস্টিক, আমরা পারি না।"

তিনি বলেন, তিনি চান ইনার হুইল ক্লাবগুলো সৈকতের যত্ন নেবে, চারপাশে আবর্জনা পরীক্ষা করবে। প্রজাপতি বেঁচে থাকুক, ফুল ফুটুক। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চীনে নানা বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটছে বলে উল্লেখ করেন ট্রিশ ডগলাস। বলেন, ১৩৫ বছরে তারা এমন বৃষ্টি কখনো দেখেনি। "পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে, কারণ বর্ষা দীর্ঘ হয়েছে এবং এখন আরো তীব্রতর হয়েছে। যুক্তরাজ্য ভয়ংকর ঝড়ের সম্মুখীন হচ্ছে, আমরা আগে কখনো দেখিনি, আমরা উপভোগ্য গ্রীষ্ম দেখছি না;" বলেন ইন্টারন্যাশনাল ইনার হুইলের প্রেসিডেন্ট। তিনি উল্লেখ করেন যে তুরস্কে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ চলছে, যা অবিশ্বাস্য এবং তীব্র। দেশটি জ্বলছে। "আমরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করছি। আমরা এই গ্রহকে হত্যা করছি;" যোগ করেন তিনি। তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ৪০ লাখ শ্রমিক নারী এবং তারা গ্রাম থেকে এসেছেন। একই সঙ্গে, মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। "এটি খুবই ভালো কথা;" বলেন ইনার হুইলের প্রেসিডেন্ট। তিনি নারীর স্বাস্থ্য এবং সমাজে তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরেন। "নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে আমার অবস্থান খুবই শক্ত। কোনোভাবেই এটা চলতে দেয়া উচিত নয়। এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে;" বলেন তিনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ভারতের রাষ্ট্রীয় 'পদ্মশ্রী' সম্মাননা পাচ্ছেন বাংলাদেশের রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

ভারতের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন পদপদ্মশ্রী বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) এই ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী এই তিনটি বিভাগে ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এগুলোকে এক সঙ্গে পদ্ম সম্মাননা বলে অভিহিত করা হয়। শিল্পকলা, সমাজকর্ম, জনসাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, ক্রীড়া, সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন শাখায় এই পুরস্কার দেয়া হয়। ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট সেবার জন্য 'পদ্মবিভূষণ' প্রদান করা হয়; উচ্চ মাত্রার সেবার জন্য 'পদ্মভূষণ' এবং যে কোনো ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য 'পদ্মশ্রী' প্রদান করা হয়। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এই পুরস্কার ঘোষণা করে ভারত সরকার। পুরস্কারগুলো প্রতি বছর মার্চ বা এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রদান করে থাকেন। চলমান ২০২৪ সালে, যৌথভাবে দুটি পুরস্কার সহ ১৩২টি পদ্ম পুরস্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। এই তালিকায় রয়েছে ৫টি পদ্মবিভূষণ, ১৭টি পদ্মভূষণ এবং ১১০টি পদ্মশ্রী। পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে ৩০ জন নারী এবং তালিকায় বিদেশি, এনআরআই, পিআইও এবং ওসিআই বিভাগের ৮ জন রয়েছেন। আর মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন ৯ জন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদ গঠিত হয়নি : মঈন খান

জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদ বা বর্তমান সরকার গঠিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণকালে এ কথা বলেন তিনি। "আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, জনগণের ভোটে সংসদ ও সরকার গঠিত হয়নি। সুতরাং এটা জনগণের সংসদ নয়, জনগণের সরকার নয়;" যোগ করেন বিএনপি নেতা মঈন খান। তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারি ভোটারদের অংশগ্রহণ ছাড়া একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারকে দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। বিএনপি জনগণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে এবং তারা সব সময় দেশের মানুষের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে; উল্লেখ করেন মঈন খান। তিনি বলেন, "সরকার বন্দুক, রাইফেল ও গুলি দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে জনগণকে দমন করার চেষ্টা করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তারা জনগণের কাছে পরাজিত হবে।"
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

কারও কথায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মুক্তি দেবে না সরকার, বলেছেন ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, কারও কথায় বিএনপি নেতাকর্মীদের জেল থেকে মুক্তি দেবে না সরকার। দেশের আইন অনুযায়ী বিচার কাজ চলবে বিস্তারিত ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদনে :

কারও কথায় বিএনপি নেতাকর্মীদের জেল থেকে মুক্তি দেবে না সরকার। জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, দেশের আইন অনুযায়ী বিচার কাজ চলবে। শুক্রবার সকালে রাজধানীতে অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বিএনপি যে ভুল করেছে, তা অচিরেই টের পাবেন তারা। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বিএনপি

নেতাকর্মীদের জামিন প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। এ দেশের নিজস্ব আইন রয়েছে, তাই কোন বিদেশী প্রভুদের কথায় কাউকে মুক্তি দেয়া হবে না, (স্বকণ্ঠে) : কোন দেশে অপরাধ করে শাস্তি হবে না, আমেরিকার কথা আমরা ছেড়ে দিব এটা কোন কথা। তাহলে ট্রাম্পের বিচার কেন হচ্ছে! ৯১ টা চার্জ, একটা নয় ৯১ টা চার্জে ট্রাম্পের বিচার হচ্ছে। কাদের বলেন, বিএনপি অপরাজনীতির কারণে তারা জনগণ থেকে ছিটকে গেছে। তবে এবারের নির্বাচন না করা তাদের জন্য বড় ভুল ছিল। আন্দোলনের নামে হরতাল অবরোধ, অগ্নিসন্ত্রাস করলে, তা কঠোর হাতে দমন করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

রমজানে দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে, আশ্বাস বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর

সরকারের নির্দেশনার পরেও বাংলাদেশে চালের বাজারের অস্থিরতা কাটছেই না। অন্যান্য নিত্য পণ্যের সাথে মাছ, মাংস এবং সবজির দামও কমছে না। এর সাথে নতুন করে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে এলাচ ও বিভিন্ন রকম মসলার দাম। বিস্তারিত প্রতিবেদন করেছেন ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা :

সরকারের নির্দেশনার পরেও চালের বাজারের অস্থিরতা কাটছেই না। চাল নিয়ে কারসাজি চলছেই। অন্যান্য নিত্যপণ্যের সাথে মাছ, মাংস এবং সব্জির বাজারও চড়া। এর সাথে নতুন করে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে এলাচ ও বিভিন্ন রকম মসলার দাম। দেশজুড়ে চালের বাজারে যখন সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের অভিযান শুরু হলেও, দাম কমেনি খুচরা পর্যায়ে। কিন্তু বিক্রেতারা তা মানতে নারাজ। চালের দাম প্রকারভেদে বস্তাপ্রতি তিনশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত বাড়লেও, পাইকারিতে কমেছে মাত্র ৫০ থেকে ১০০ টাকা। যা নিয়ে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা চলে নানা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : হঠাৎ করে দাম বাড়াতে এক বস্তায় তিন/চারশো টাকা বেড়ে গেছে। কিন্তু এখন কমাইছে মাত্র ১০০ টাকা। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : কমলে আমাদের জন্য ভালো। কারণ আমরা গরিব মানুষ বেঁচে যাই।

এদিকে, চালসহ ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনার প্রতিফলন দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ ভোক্তারা। রামজানকে সামনে রেখে উর্ধ্বমুখী ছোলা, চিনি, ডাল ও ভোজ্যতেলের দামের সাথে এলাচের দাম কেজিতে বেড়েছে হাজার টাকা। এ নিয়েও মসলা বিক্রেতাদের রয়েছে নানান যুক্তি। জনৈক ব্যক্তি (স্বকণ্ঠে) : দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জয়ফল এগুলোর দাম অতিরিক্ত বেশি যেমন-পার কেজিতে এলাচের দাম বেড়ে গেছে এক হাজার টাকা বেশি। আবারো বেড়েছে ডিমের দাম। ব্রয়লার এবং সোনালী মুরগীর দামও এখন চড়া। অপরদিকে এখনও ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস। আর আমদানী কম থাকার অযুহাতে বেড়েছে মাছের দামও। জনৈক ব্যক্তি (স্বকণ্ঠে) :মোটামুটি সব মাছেরই দাম বেশি। কোন কিছু কম নাই। আমাদের মত সাধারণ মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে আর কি। শীতকালীন সব্জির মৌসুমেও কিছু সবজির দাম সামান্য কমলেও, অস্বস্তি কাটেনি। অপরিবর্তিত রয়েছে কিছু নিত্যপণ্যের দাম।

এতসবের পরেও, বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, দেশের আমদানিকারক ও উৎপাদনকারীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগে দেশে চিনি, তেল ও খেজুরের শুল্ক বেশি ছিল। শুল্ক যাতে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি, সে বিষয়ে এনবিআরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সেই সাথে ভারত থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ও ৫০ হাজার মেট্রিক টন চিনি আমদানি করা হবে (স্বকণ্ঠে) : এনবিআর গতকাল ঘোষণা দিয়েছে। আমাদের চিঠি উনারা পেয়েছে। আগামী সপ্তাহে একটা ঘোষণা আসবে এবং একটা যৌক্তিক পর্যায়ে এই ট্যারিফটা কমিয়ে নিয়ে আসা হবে। এটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

জাপানে বিদেশি কর্মীর সংখ্যা রেকর্ড ২ মিলিয়নের উপরে

জাপানে বিদেশি কর্মীর সংখ্যা গত বছর প্রথমবারের মতো ২ মিলিয়ন অতিক্রম করেছে। আজ শুক্রবার শ্রম মন্ত্রণালয় বিদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের উপর বার্ষিক সমীক্ষার সর্বশেষ ফলাফল প্রকাশ করেছে। মন্ত্রণালয়ের ভাষ্যানুযায়ী, গত অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যা খবর, তাতে দেশে বিদেশি কর্মীর সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৭৫, যা এর আগের বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ২০ হাজার বা ১২.৪ শতাংশ বেশি। সংখ্যাটি টানা ১১ বছরের মতো রেকর্ড উচ্চতায় অবস্থান করছে। জাতীয়তা'র ভিত্তিতে ভিয়েতনামের কর্মীরা রয়েছেন তালিকার শীর্ষে, যে সংখ্যাটি হলো ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৬৪ এবং এটি মোট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের ওপর। এরপরের স্থান চীনা নাগরিকদের, যাদের সংখ্যা হলো ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯১৮ এবং তৃতীয় স্থানে আছেন ফিলিপাইনের নাগরিকরা যাদের সংখ্যা ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৪৬। বছরওয়ারী হিসেবে ইন্দোনেশীয় কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই হার হলো ৫৬ শতাংশ। তারপরে আছেন মিয়ানমার থেকে আসা কর্মীরা এবং এই হার হচ্ছে ৪৯.৯ শতাংশ এবং ২৩.২ শতাংশ হার নিয়ে নেপাল থেকে আসা কর্মীরা আছেন তৃতীয় স্থানে। আবাসিক মর্যাদার বিচারে ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৩৪ জন হচ্ছেন জাতিগতভাবে জাপানি

অথবা জাপানি নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গ্রুপ। প্রকৌশলী বা গবেষক'সহ দক্ষ পেশাদারদের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯০৪ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৫০১।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

চালের বাজারে অস্থিরতা কাটেনি

চালের বাজারের পরিস্থিতি সামলাতে মজুতদারদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী, পাশাপাশি চলছে প্রশাসনের অভিযান। কিন্তু বাজারে এসবের প্রভাব এখনো কম। আছর বানু গৃহ সহকারীর কাজ করেন। নিজের পরিবারের জন্য বাজার করতে এসেছিলেন রাজধানী ঢাকার সাতারকুল রোডের গার্মেন্টস বাজারে। ৫৫ টাকা কেজি দরে কিনলেন মোটা চাল। আগের মাসে একই চাল কিনেছিলেন ৫৩ টাকা করে। "চাউলের খরচ বাড়ছে। আয় বাড়ে নাই। চলতে খুব কষ্ট হয়," বলছিলেন আছর।

জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে দেশের সব ধরনের চালের দামেই বেড়েছে। তখন কেজি প্রতি অন্তত পাঁচ টাকা বাড়লেও মাসের শেষদিকে এসে কমেছে এক-দুই টাকা। রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের টাউন হল বাজারের শুক্রবার ২৬ জানুয়ারির চিত্র এটা। চালের দাম বৃদ্ধির এই প্রভাব শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রামেও বহাল। চট্টগ্রামের কাছে পটিয়ার চাউলের আড়ৎ রহমান এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারি লুৎফর রহমান রিমন বললেন, "নির্বাচনের পরপর দাম বেড়েছে, কিন্তু এখনো সেভাবে কমেনি।" ৫০ কেজির এক বস্তা মধ্যমানের মিনিকেট চাল পাইকারি দর ২৮৫০ টাকায় বিক্রি করছেন।

চালের দাম এখনো বেশি থাকার পেছনে ধানের দাম বেশি থাকার বিষয়টি সামনে আনলেন পাবনা ঈশ্বরদীর চাল ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান তুষার। তিনি বললেন, এক মণ বা ৪০ কেজি ধানের দাম ১৩৯০ টাকা। এটা থেকে কিছুটা মোটা চাল হয়। বর্তমান দামে ধান কিনলে সেটা কেজি প্রতি খরচ পড়বে অন্তত ৫৫ টাকা। এ পরিস্থিতির কারণে আপাতত ধান কিনছেন না বলেও জানালেন রাইস ইন্টারন্যাশনালের সত্বাধিকারি তুষার। মাঝে কিছুটা কমলেও ধানের দাম আবার বাড়তির দিকে বলে জানালেন বগুড়ার সাংবাদিক হাসিবুর রহমান বিলু। জানালেন, বাজার পরিস্থিতি বুঝতে শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) তিনি দেশের উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ধানের হাট নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন। ঘুরে এসে বিলু বলেন, মণ প্রতি ধানের দাম অন্তত ২০ টাকা বেড়েছে। এতে চালের দাম আবার বৃদ্ধির শঙ্কা রয়েছে। তবে তিনি জানান, বগুড়ায় খুচরো বাজারে চালের দাম প্রশাসন নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেখানে সরু চাল কেজি প্রতি ৬৫ টাকা, আর মোটা চাল ৫৫ টাকা। নির্ধারিত এই দাম ডিসেম্বর মাসের দামের তুলনায় দুই-তিন টাকা বেশি বলে জানালেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাসিবুর রহমান বিলু।

চাল ও ধানের বাজারের অস্থিরতার জন্য মজুতদাররা দায়ী- এমন ইঙ্গিত খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারও দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ২৫ জানুয়ারি রাজশাহী বিভাগীয় প্রশাসনের আয়োজনে 'চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি হুঁশিয়ারি দেন, অবৈধভাবে চাল মজুত করলে মজুতদার যে দলেরই হোক, তাকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। তবে কোনো প্রকার তদন্তের আগেই ধান ও চালের দাম বৃদ্ধির পেছনে মজুতদারদের ঢালাওভাবে দায়ী করার পক্ষে নন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যে অন্যায় করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু আগে সঠিক তদন্ত করতে হবে, কেন দাম বেড়েছে।" দাম বৃদ্ধির জন্য দোকানিরা দায়ী নন, দাম ক্রেতার ওপর নির্ভর করে - এমন দাবি করেন দোকানিদের নেতা হেলাল। বৃহস্পতিবার খাদ্যমন্ত্রীর সভায় ছিলেন রাজশাহী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. ওমর ফারুক। রাজশাহীতে অবৈধ মজুতদার পাওয়া গেছে কিনা জানতে চাইলে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "রাজশাহী জেলায় এমন মজুতদার পাওয়া যায়নি। তবে যারা নিয়ম লঙ্ঘন করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযানের কারণে এখন আর চালের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে না।" বাজার স্থিতিশীল হয়ে আসছে বলে দাবি করেন তিনি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ২৬.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিএনপি

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ এবং সরকারের প্রদত্যাগের এক দফা দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় পতাকা মিছিল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিএনপি। শুক্রবার তারা এই কর্মসূচি পালন কর।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

রোজায় নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর আশ্বাস

রোজার মাসে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইলের নিজ বাসভবনে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। টিটু বলেন ভারত থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ও ৫০ হাজার মেট্রিক টন চিনি আমদানি করা হবে। এছাড়া ব্রাজিলসহ অন্য দেশ থেকে তেল চিনি আসছে। তাই এবার রমজানে দেশে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

রাজস্ব আদায়ে শ্রদ্ধাশীল ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা ও অসৎ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থার তাগিদ অর্থমন্ত্রীর

রাজস্ব আদায়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দেওয়া এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে শুক্রবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এই তাগিদ দেন। তিনি বলেন বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার রোধ করা কাস্টমসের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে কাস্টমসের সক্ষমতা বাড়ানো খুবই জরুরী। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দেশের ১২ জেলার উপর দিয়ে বইছে শৈত্য প্রবাহ

পুরো রংপুর বিভাগসহ দেশের ১২ জেলার উপর দিয়ে বইছে শৈত্য প্রবাহ। শুক্রবার সকাল ৯টায় পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এই মৌসুমের সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বর্ধিত পাঁচদিনের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে সপ্তাহ শেষে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির প্রবণতা রয়েছে। শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে এসময় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই তবে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশা পড়বে তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ফলে বিমান অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও সড়ক পরিবহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

কারো কথায় বিএনপি'র নেতা কর্মীদের মুক্তি দেবে না সরকার : ওবায়দুল কাদের

বিএনপিকে বাংলাদেশের ডামি বিরোধী দল উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন ভোটে না আসতে পারার শোকে বিএনপি পাথর হয়ে গেছে। তারা আন্দোলন করবে, জনতার ঢল নামবে এসব শুনে ঘোড়াও এখন হাসে। দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন তিনি। বলেন বিএনপি যতই আন্দোলন করুক জনগণ দূরে থাক নেতা কর্মীরাও সাড়া দেবে না। জাতিসংঘ বিএনপি'র ২৫ হাজার নেতা কর্মীর মুক্তি চেয়েছে এমন বক্তব্যের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি নেতা কর্মীদের কারো কথায় মুক্তি দেবে না সরকার।(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৭ আসাদ)

যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ড. ইউনূসের বিচার হয়েছে : আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী এডভোকেট আনিসুল হক বলেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ আদালত কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত সব আসামিকে বিদেশ থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আরো শক্তিশালী করা হবে। সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই দিনের সফরে এসে আখাউড়া রেল স্টেশনে তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন। এ সময় নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি বন্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১২জন মার্কিন সিনেটরের চিঠি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন বিচারিক আদালতে সুষ্ঠুভাবেই আইনের যে ধারা সে ধারা অনুযায়ী বিচার হয়েছে। এ সময় আইনমন্ত্রী আরো বলেন এই সংসদ অধিবেশনেই শ্রম আইন পাস করা হবে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৭ আসাদ)

প্রচন্ড শীতে কাঁপছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়, তাপমাত্রা নেমে গেছে ৬ ডিগ্রির নিচে

দেশের সর্ব উত্তর জেলা পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রির নিচে নেমে গেছে। প্রবল শীতে কাঁপছে পঞ্চগড়ের জনপদ। সকালে জেলার আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে ভোর ছয়টায় ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সপ্তাহ জুড়ে জেলায় মাঝারি শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশায় ৬ ডিগ্রি থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উঠানামা করছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই অতি ভারী কুয়াশায় ঢেকে যায় গোটা জেলা। বিশেষ করে নদী অববাহিকার সড়ক গুলোতে যান চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। দিনের বেলাতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন। ঘন কুয়াশার সাথে উত্তর দিক থেকে আসা কনকনে শীতল বাতাসে জেলার দরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষ সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৭ আসাদ)

৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটাররাও কেন্দ্রে ভোট দিতে যায়নি : ড. মঈন খান

আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি রাজপথে থাকবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। একই সঙ্গে জনগণের রাজনীতির কাছে সরকার পরাজিত হবে বলে দাবি করেন তিনি। শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান তিনি। মঈন খান বলেন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে বিএনপি। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। তিনি আরো বলেন দরিদ্রদের অর্থনৈতিক মুক্তি মেলেনি তাই দেশের মানুষ নির্বাচন বর্জন করেছে। তিনি দাবি করেন আওয়ামী লীগের ভোটাররাও কেন্দ্রে ভোট দিতে যায়নি। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৭ আসাদ)

রাজধানীর খিলক্ষেতে ট্রাকের চাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রাজধানীর খিলক্ষেতে ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেলে থাকা দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় দীন মোহাম্মদ নামে আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। জানা যায় শুক্রবার ভোর পাঁচটার দিকে খিলক্ষেতের মাস্তুল এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা তিন আরোহী ছিটকে পড়েন। এতে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবক গঠনাস্থলেই মারা যান। আহত সজীব হোসেন ও দীন মোহাম্মদ নামের দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসলে সজীব হোসেন মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করে খিলক্ষেত থানার এসআই হাফিজুর রহমান বলেন সজীবের বাড়ি বংশাল থানার নবাব কাটরা এলাকায়। আর দীন মোহাম্মদের বাড়ি ফরিদপুর জেলার সদর থানা এলাকায়।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৭ আসাদ)

বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান আজ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে

জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিশ্বে নানা কারণে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বায়ু দূষণের মাত্রা। অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঢাকার বায়ুদূষণও। শুক্রবার সকাল সোয়া ১১টায় আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী ৩৪৭ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে দিল্লি। এরপর ২৯৭ স্কোর নিয়ে ঢাকা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ২৬৪ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের আরেক শহর কলকাতা। আর পর্যায়ক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের করাচি এবং লাহোর। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে সুপার সিক্স নিশ্চিত করল অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ দল

আইসিসি অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। আজ ব্লু ফন্টিং এ আগে ব্যাট করতে নেমে ২৯১ রানের পাহাড় সম পুঁজি জড়ো করে মাহফুজুর রহমান রাব্বির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল। ২৯২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ১৭০ রানে অলআউট হয় যুক্তরাষ্ট্র। এ জয়ের ফলে সুপার সিক্স নিশ্চিত করল টাইগার যুবরা। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ২৬.০১.২৪ এলিনা)

জাগো এফএম

বাংলাদেশ কাস্টমসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ কাস্টমসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অর্থপাচার প্রতিরোধসহ রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘পেশাগত দক্ষতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও যৌক্তিক সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, মজবুত অর্থনীতির ভিত গঠন, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ, অর্থপাচার প্রতিরোধসহ রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।’ আজ শুক্রবার আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। দিবসটির এবারের মূল প্রতিপাদ্য ‘মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন’, সময়োপযোগী হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে একাধারে সরকার গঠন করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়ে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির এই সংকটময় মুহূর্তেও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে আমাদের সরকার সফল হয়েছে। পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেলের স্বপ্ন জয় করেছি আমরা, মেট্রোরেলের যুগে প্রবেশ করেছে দেশ।’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে রাজস্ব সৈনিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আমাদের লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা।’ প্রধানমন্ত্রী এসময় আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি বাংলাদেশে ডামি বিরোধী দল : সেতুমন্ত্রী

বিএনপিকে বাংলাদেশের ডামি বিরোধী দল বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। দলটির সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'তারা শোকে শোকে পাথর হয়ে গেছে। তারা আন্দোলন করবে, সেই আন্দোলনে জনতার ঢল নামবে, এসব শুনে ঘোড়াও হাসে। বিএনপি নিজেরাই নিজেদের ভুয়া বানিয়ে ফেলছে।' আজ শুক্রবার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল বলেন, 'বিএনপির এখন আর কোনো আশা নেই। নির্বাচন না করে তারা কত বড় ভুল করেছে তা অচিরেই বুঝতে পারবে। বিএনপির ২৫ হাজার নেতা-কর্মী যারা ট্রেনে-বাসে আগুন দেওয়া, পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা, প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা, এসব অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেছে। সৎ সাহস থাকলে এসব মামলা তারা আইনি প্রক্রিয়ায় ফেস করুক। যারা অপরাধ করেনি আইনি প্রক্রিয়ায় তারা মুক্ত হয়ে আসবে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে এখন বিএনপি হচ্ছে ডামি দল। আর কোনো ডামি দলের

দরকার নেই। ওরা ডামি হয়ে গেছে। শোকে শোকে পাথর হয়ে গেছে, নেতা-কর্মীদের ঘুম নেই, আশা হারিয়ে ফেলেছে। সবার মধ্যে এখন হতাশা। তাদের উত্তাল আন্দোলনের কথা শুনে ঘোড়াও হাসে।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

সংসদের এই অধিবেশনেই পাস হবে শ্রম আইন : আইনমন্ত্রী

সংসদের এই অধিবেশনেই শ্রম আইন পাস হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। আজ শুক্রবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেল স্টেশনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। ড. ইউনূছের মামলায় আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে মার্কিন ১২ সিনেটরদের এমন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী বলেন, 'আমি যতটুকু জানি এবং মামলার কাগজপত্র দেখেছি, এতটুকু বলতে পারবো বিচারিক আদালতে সুষ্ঠুভাবে ধারা অনুযায়ী বিচার হয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলবো না। যিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি নিশ্চয় আপিল করবেন। সেখানে কোনো প্রভাব পড়ুক সেটা চাই না।' মন্ত্রী বলেন, 'যারা দেশের আদালত দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেব। উদ্যোগ যেটা আছে সেটাকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করবো।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

সৎ ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা, অসৎদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা : অর্থমন্ত্রী

বাড়তি রাজস্ব আদায়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সৎ ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। পাশাপাশি অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রাজস্ব ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রাজস্ব বোর্ড দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আজ সারাবিশ্বের কাছে স্বীকৃত।' তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সব সূচকে বাংলাদেশের দুর্বার অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো আমাদের কর জিডিপি রেশিও সন্তোষজনক নয়। আমি আশা করি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর জিডিপির অনুপাত বাড়াতে সচেষ্ট হবে।' আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, 'কাস্টমের অন্যতম প্রধান কাজ বাণিজ্য সহজিকরণ। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় কাস্টমস সত্যিকার অর্থেই স্মার্ট হয়ে গড়ে উঠবে।' আমদানি ও রফতানির ব্যয় কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনে নজর দিতে হবে।' অর্থপাচার রোধ করা কাস্টমসের অন্যতম দায়িত্ব উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, 'এ দায়িত্ব পালনে কাস্টমসের সক্ষমতা বাড়ানো খুবই জরুরি। আশা করছি কাস্টমস এ দিকটিতে বিশেষভাবে নজর দেবে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

অচিরেই সরকারের পতন হবে : মঈন খান

দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর আগ পর্যন্ত রাজপথে আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনাই বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য। জনগণ রাজপথে আন্দোলন করছে। এ আন্দোলনে অচিরেই সরকারের পতন হবে।' আজ শুক্রবার সকালে জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন তিনি। মঈন খান বলেন, '৭ জানুয়ারির নির্বাচনের নামে প্রহসনের নাটক হয়েছে। জনগণ এ নির্বাচন বর্জন করেছে। এখানে কোনো নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনের নামে সিলেকশন হয়েছে। শুধু সাধারণ জনগণ নয়, আওয়ামী লীগের লোকেরাও ভোট দিতে যায়নি।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বায়তুল মোকাররমে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ

নতুন শিক্ষাক্রমকে বিতর্কিত আখ্যা দিয়ে এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ শুক্রবার দুপুর ২টায় বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এই সমাবেশের আয়োজন করে দলটি। এ সময় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ষড়যন্ত্র সফল হতে দেওয়া হবে না বলে দলটির নেতারা বক্তব্য দেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মোঃ ফয়জুল করিম বলেন, 'আমরা দেখেছি দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসগুলোতে কোনো পরীক্ষা রাখা হয়নি। পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা কিছুটা বেশি করে, যদি পরীক্ষাই না থাকে তাহলে তারা শিখবে কি?' তিনি বলেন, 'ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। অবিলম্বে তার চাকরি ফিরিয়ে দিন। আমি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা হিজড়াদের অধিকার চাই। কিন্তু হিজড়াদের নামে বইয়ে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু এনে অন্য বিষয় পড়ানো হচ্ছে। এটি মানুষ বুঝে গেছে। যুগে যুগে মানুষ খারাপ কাজ করে আসছে, অন্যায় করে আসছে। সমকামিতা অবৈধ, এটাকে বৈধতা দেওয়া যায় না।' ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঢাকা মহনগর উত্তর ও দক্ষিণ আয়োজিত এই সমাবেশে দলটির কেন্দ্রীয় ও মহানগরের নেতারা বক্তব্য দেন। পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে দলটি।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

রাজধানীতে এলডিপির কালো পতাকা মিছিল

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দির মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও অবৈধ সংসদ বাতিলসহ এক দফা দাবি আদায়ে রাজধানীতে কালো পতাকা মিছিল করেছে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, এলডিপি। আজ শুক্রবার

বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর পল্টন মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়। নাইটিঙ্গেল, বিজয়নগর, পল্টন হয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয় এ কর্মসূচি। সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এলডিপির প্রেসিডিয়াম সদস্য নেয়ামুল বশির বলেন, 'এ সরকার ডামি সরকার। জনগণ এ সরকারের ওপর অনাস্থা দিয়েছে। এ সরকার অবৈধ সরকার। জনগণের ভোট ছাড়া কেউ বৈধ হতে পারে না। যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় তারা কি করে সংসদে বসে? এই ডামি নির্বাচন কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই অতি দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

দেশের জন্য বড় সুসংবাদ আছে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ও টাঙ্গাইল-৬ আসনের এমপি আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'আমাদের দেশের আমদানিকারক ও উৎপাদনকারীদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি। চিনি, তেল ও খেজুরের শুল্ক বেশি ছিল। সেই শুল্ক আমরা যাতে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি, সে বিষয়ে এনবিআরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী সপ্তাহে একটা ঘোষণা আসবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের দেশের জন্য বড় একটা সুসংবাদ আছে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করেছিলেন শুভেচ্ছা জানাতে। বাংলাদেশে ভারত পেঁয়াজ ও চিনি রফতানি বন্ধ করেছিল। ভারত থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ও ৫০ হাজার মেট্রিক টন চিনি আমদানি করা হবে। এছাড়া ব্রাজিলসহ অন্যান্য দেশ থেকে তেল-চিনি আসছে।' আজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে নিজ বাসভবনে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'আমদানিকারক, স্থানীয় উৎপাদক, কৃষি বিভাগ, খাদ্য বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগসহ সবার সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। তারা বলেছেন, রমজান উপলক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ আমাদের মজুদ আছে। এছাড়া আগামী তিন মাসের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ আছে।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার ঢাকাস্থ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত এ ম্যারাথনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান একই দিন ভোরে ঢাকাস্থ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটি, শেখ হাসিনা সরণিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় ম্যারাথন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, সেনাবাহিনীর প্রাক্তন চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্পন্সর, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারী দৌড়বিদরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের স্মরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

কৃষিপণ্য রপ্তানিতে রাজস্ব বোর্ডের আরও সহযোগিতা প্রয়োজন : কৃষিসচিব

কৃষিপণ্যের রফতানি সম্প্রসারণে রাজস্ব বোর্ডের আরো সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার। তিনি বলেন, 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও ১২৯ এর আওতায় বিদ্যমান সুবিধার অতিরিক্ত আরো ৪০টি আইটেমে শুল্ক সুবিধা প্রয়োজন। বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতি, প্যাক হাউজ তৈরির যন্ত্রপাতি, কৃষিপণ্যের প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস, ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, কুল চেইন প্রতিষ্ঠা সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ ও যানবাহনে শুল্ক কর ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা, কৃষি উপকরণ ছাড়করণের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা প্রদান এবং পণ্য রি-এক্সপোর্টের সুবিধা প্রদানে রাজস্ব বোর্ডের সহযোগিতা প্রয়োজন।' আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি। এদিন ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের সার্টিফিকেট অব মেরিট সম্মাননা পায় কৃষি মন্ত্রণালয়। অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী থেকে এ সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন কৃষিসচিব। এসময় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম উপস্থিত ছিলেন। কৃষিসচিব বলেন, 'কৃষি মন্ত্রণালয় যে সম্মান অর্জন করছে তা আগামী দিনে সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখে একটি কার্যকর উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক মানের বিপণন ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

পণ্য উৎপাদন যথাযথ হলে আয়কর ও ভ্যাট আদায় বাড়বে : ড. মইনুল খান

পণ্য উৎপাদন যথাযথ হলে আয়কর ও ভ্যাট আদায় বাড়বে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ড. মইনুল খান। আজ শুক্রবার চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। চট্টগ্রাম কাস্টমস এ সেমিনারের আয়োজন করে। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিলো 'মিলে নবীন-পুরনো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন'। অনুষ্ঠানে ড. মইনুল খান বলেন, 'টিআরএসের ফলাফলে কাস্টমস অংশে

সময়ক্ষেপণ কম হয়। এখানে প্রতিদিন ৮ হাজার ডকুমেন্টেশন হয়। সে তুলনায় জনবল ও অবকাঠামো কম।' কাস্টমসের এসব সমস্যা সমাধানে এনবিআর পদক্ষেপ নেবে বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, 'কাস্টমসের সঙ্গে ভ্যাট ও করের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পণ্য উৎপাদন যথাযথ হলে আয়কর ও ভ্যাট আদায় বাড়বে।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে আমাদের বিজয় হয়েছে : তৈমূর আলম

তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার বলেছেন, 'আমরা মনে করি নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে আমাদের বিজয় হয়েছে। বাংলাদেশে ৪৪টি নিবন্ধিত দল রয়েছে। এরমধ্যে অনেক দলেরই ম্যানিফেস্টো মানুষ জানে না। তাদের দলীয় প্রতীক জানে না, তাদের দলের নাম জানে না। দলের প্রতিষ্ঠাতার নাম জানে না।' আজ শুক্রবার দুপুরে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনা সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। নারায়ণগঞ্জ শহরের মাসদাইর এলাকার মজলুম মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। তৈমূর আলম খন্দকার বলেন, 'আমাদের সবকিছু এরইমধ্যে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। আমদের থিওরি হলো 'সুষ্ঠু রাজনীতি সুশাসনের ভিত্তি'। সুষ্ঠু নির্বাচন সুশাসনের আওতায় পড়ে। যেখানে রাজনীতি সুষ্ঠু না সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করা যায় না। বাংলাদেশে যাতে সুষ্ঠু রাজনীতি হয় সেজন্য আমরা কাজ করে যাবো। জাতি যেন সুষ্ঠু রাজনীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৬.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

UN'S TOP COURT TO RULE ON ISRAEL IN GAZA WAR

The UN's top court is to decide whether to issue emergency measures ordering Israel to halt its operations in Gaza. The session of the International Court of Justice (ICJ) on Friday is part of a case brought by South Africa alleging that Israel is committing genocide. Both countries testified when the case opened two weeks ago. Israel has vehemently rejected the allegation. A ruling against Israel is not enforceable by the court but would be politically significant. More than 25,000 Palestinians - mostly women and children - have been killed and tens of thousands injured, according to the Hamas-run health ministry in Gaza, since Israel began its offensive, triggered by an unprecedented attack on Israel by the group.
(BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

CANADA-UK TRADE TALKS HALTED IN BEEF AND CHEESE ROW

Negotiations between the UK and Canada on a post-Brexit trade deal have broken down after nearly two years, following a row over beef and cheese. Canada has been pushing for the UK to relax a ban on hormone-treated beef, which its producers say in effect shuts them out of the British market. Meanwhile, the UK has concerns about Canada putting import taxes of up to 245% on British cheese products. The pause in talks mean British car firms could also face higher tariffs. It will also mean the UK's trading terms with Canada will now be worse than when it was part of the EU's deal with the country.
(BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

CHINA REVEALS BRITISH NATIONAL JAILED FOR SPYING

A British national was sentenced to five years in jail for spying in 2022, China's Ministry of Foreign Affairs (Mofa) has now revealed. The defendant - named as Ian J Stones - committed the "crime of illegally obtaining intelligence for overseas actors", a Mofa spokesman said. The spokesman added that he had appealed against the sentencing, but the case was upheld last September. This was only revealed in a Mofa briefing on Friday.
(BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

INDIA DENIES PAKISTAN'S CLAIM OF TARGETED KILLINGS

India has dismissed allegations by Pakistan that its agents killed two Pakistani citizens on its soil in 2023, calling them false. Pakistan's claims come months after Ottawa alleged that India was involved in the murder of a Sikh separatist in Canada - India has denied this. On Thursday, Islamabad said it had credible evidence of links between the two killings and Indian agents. India's foreign ministry called it malicious anti-India propaganda.
(BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

QATAR PM TO MEET ISRAEL, US INTEL CHIEFS ON NEW GAZA CAPTIVES DEAL

The director of the US Central Intelligence Agency (CIA) and his Israeli counterpart are to meet with Qatari officials to broker a potential second deal to secure the release of captives being held in Gaza and a pause in hostilities. The CIA's William Burns and Mossad chief David Barnea will meet with Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in Europe over the weekend, sources informed on the talks told

the BBC. US President Joe Biden's administration has been actively working to secure the release of about 130 captives still being held by Hamas and other Palestinian armed groups. Egypt's intelligence chief Abbas Kamel will also join the meeting.
(BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

INDIA CELEBRATES REPUBLIC DAY SHOWCASING MILITARY MIGHT

Thousands of people lined a ceremonial boulevard in the heart of India's capital to watch a colourful parade showcasing the country's military power and cultural heritage to mark its 75th Republic Day. French President Emmanuel Macron attended the parade on Friday as the chief guest at the celebration of the adoption of the country's Constitution on January 26, 1950, following India's independence from British colonial rule. Indian President Draupadi Murmu escorted Macron in a ceremonial British-era horse-drawn carriage from the nearby president's palace to the viewing stand. It was the first time the carriage has been used at the parade since it was abandoned by the government 40 years ago in favour of a car.
(BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

FRANCE TO TIGHTEN MIGRANT LAW DESPITE COURT RULING

The French government says it will push through a controversial immigration law in the comics hours, despite many of the measures being struck out as invalid. Most of the 35 measures rejected by France's nine-member Constitutional Council were added to the bill because of right-wing and far-right pressure. But the new law still represents a hardening of the immigration rules. Foreigners legally in France could now be deported with criminal convictions. Interior Minister Gerald Dermanin said the Constitutional Council had validated all the government's measures and it was now time to put the law into practice.
(BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

HAMAS SAYS 25,900 KILLED IN GAZA SINCE ISRAELI OFFENSIVE BEGAN

The Hamas-run health ministry in Gaza has released updated casualty figures for the territory - it says 200 people were killed there in the last 24 hours. The health ministry says some 25,900 people have now been killed since Israel began its offensive in Gaza following the 7 October attack in which Hamas fighters killed about 1,300 people in southern Israel and took more than 240 hostages. (BBC Web Page: 26/01/24, FARUK)

::THE END::